রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ২৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৫, ২০১৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১৩—৩২০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭০৫—৭৪৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৮৩—১১২৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ১৭.০০.০০০০.০০৯.০৬.০০৬.০৬.৪৪২(১)—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল শূন্য পদে সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ/টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য আর্দিষ্ট হয়ে নিম্নরূপে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি পুনর্গঠন করা হল :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

(৩) অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

(৪) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৫) উপসচিব (জনবল ব্যবস্থাপনা), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২। **কমিটি নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা ও সুপারিশ করবে ঃ**

(১) জাতীয় বেতন স্কেলের রাজস্ব বাজেটভুক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল শূন্য পদে সরাসরি/পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী প্রার্থী/পদোন্নতিযোগ্য ফিডার পদধারী বাছাই এবং সুপারিশ প্রদান;

(২) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের সুপারিশ।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

৩। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জারীকৃত ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের নিকস/সংস্থা-১/কমিটি/১(৪০)/২০০৬(অংশ-১)/২৯ নং প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শাহেদুন্নবী চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থাপন-১)।

জনবল ব্যবস্থাপনা-১

আদেশ

তারিখ, ০৮ ফাল্গুন ১৪২০/২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০৩৪.৯৩-৭২—যেহেতু, জনাব মোঃ ছালামত উল্লাহ্ মিঞা, প্রাক্তন নির্বাচন অফিসার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সাবেক জেলা নির্বাচন অফিসার, নেত্রকোণা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৮-১১-২০০৯ তারিখের পত্র নং-নিকস/প্র-৩/৩-ব্যঃ-২৩/৯৩/১৭৩ মূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে জনাব মোঃ ছালামত উল্লাহ্ মিয়া, প্রাক্তন নির্বাচন অফিসার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সাবেক জেলা নির্বাচন অফিসার, নেত্রকোণা)-কে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০৮ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখের নিকস/প্র-৩/৩ব্যঃ ২৩/৯৩(অংশ)-১/৩৬১ নং স্মারকমূলে চাকুরী হতে অপসারণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, জনাব মোঃ ছালামত উল্লাহ্ মিঞা, প্রাক্তন নির্বাচন অফিসার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সাবেক জেলা নির্বাচন অফিসার, নেত্রকোণা) বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকায় এটি মামলা নং-১২৯/২০১১ দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় ২৪-৭-২০১৩ তারিখে তাঁর পক্ষে রায় হয় যে, "এই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর করা হইল। ৮-১২-২০১০ ইং তারিখের বিরোধীয় আদেশটি বে-আইনী হওয়ায় উক্ত আদেশটি রদ ও রহিত করা হইল। দরখাস্তকারীকে অবিলম্বে চাকুরীতে পুনর্বহাল করত বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল"। এবং

৪। যেহেতু, পরবর্তীতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের নিমিত্ত বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আপীল দায়েরসহ যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। বিজ্ঞ সলিসিটর উইং পরবর্তীতে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকার ২৪-০৭-২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে ১৮-১১-২০১৩ তারিখে ১০.০০.০০০০.১৩৬.৪৭.১৮৪.১৩-৭৪৫/১ নং পত্রে অবহিত করে;

৫। সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ ছালামত উল্লাহ্ মিঞা, প্রাক্তন নির্বাচন অফিসার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাক (সাবেক জেলা নির্বাচন অফিসার, নেত্রকোণা)-কে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলো। তাঁর অপসারণ থাকাকালীন সময়ে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলে গণ্য হবেন ।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ মার্চ ২০১৪

নং ১৭.০০.০০০০.০০৯.০৬.০০১.৮৭.১০৭—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ মে, ১৯৯৯ তারিখের সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০) নং অফিস স্মারক অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং এর অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মোটরযান, কম্পিউটার এবং অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হলো :

(ক) **মোটরযান অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি ঃ**

সভাপতি

(১) যুগ্ম-সচিব (নিঃব্যঃ-১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(২) উপ-সচিব (সাধারণ সেবা), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(৩) সহকারি পরিচালক (সড়ক পরিবহন), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(৪) সহকারি পরিচালক (ইঞ্জিন), বি.আর.টি.এ, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।

(৫) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সিএন্ডএজি, পিএসসি ও নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় ভবন (৩য় ফেজ), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(৬) সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।

(খ) **কম্পিউটার অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি ঃ**

সভাপতি

(১) যুগ্ম-সচিব (নিঃব্যঃ-১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(২) প্রোগ্রামার (জিআইএস), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(৩) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ।

(৪) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সিএন্ডএজি, পিএসসি ও নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় ভবন (৩য় ফেজ), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(৫) সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।

(গ) **অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি ঃ**

সভাপতি

(১) যুগ্ম-সচিব (নিঃব্যঃ-১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(২) উপ-সচিব (সাধারণ সেবা), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্র প্রকৌশল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

(৪) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সিএন্ডএজি, পিএসসি ও নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় ভবন (৩য় ফেজ), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(৫) সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

বর্ণিত ০৩ (তিন) টি কমিটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ মে, ১৯৯৯ তারিখে জারীকৃত "মোটরযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা" অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২১ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের নিকস/প্র-১/কমিটি গঠন/১(৪০)/২০০৬(অংশ-১)/২১৩ নং প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শাহেদুন্নবী চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থাপন-১)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৫ পৌষ ১৪২০/৮ জানুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৫.০৪৯.১১-০৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-১ এর ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৭.১৫১.০১৫.০৫.০০.০০৬.২০১২/২৫৯ নং স্মারক; অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-২ এর ১২-০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৫.০০৮.১২-১৭৮ নং স্মারক; ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৯-১২-২০১০ খ্রিস্টাব্দের ০৪.২২১.০২২.০০.০০.০২০-২০১০-৮২ নং স্মারকে জারীকৃত সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে; এবং ক্যাডার পদ সৃজনে সংশ্লিষ্ট সকলের অনুমোদনক্রমে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ভূমি অফিসের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ০১ (এক) টি পদ এবং ঢাকা জেলার আশুলিয়া রাজস্ব সার্কেল, আমিনবাজার রাজস্ব সার্কেল ও কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল (দক্ষিণ), নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা রাজস্ব সার্কেল ও সিদ্ধিরগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল; এবং গাজীপুর জেলার টঙ্গী রাজস্ব সার্কেল এর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ০৬ (ছয়) টি পদসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র মোট ০৭ (সাত) টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল, ২০০৯	বেতন নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি	পদের সংখ্যা
(১)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	টাঃ ১১,০০০—২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে	০১ (এক) টি
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	টাঃ ১১,০০০—২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে	০৬ (ছয়) টি

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত হতে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

খালেদা আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ ফাল্গুন ১৪২০/১৩ মার্চ ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৪.১৩-১৫৭—যেহেতু, বেগম রহিমা আক্তার (১৫৩৫৬), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা-এর বিরুদ্ধে গত ০৭-০৩-২০১১ তারিখ অপরাহ্নে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা হতে অবমুক্ত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে বিনানুমতিতে ১৪-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ২ বৎসর ০৪ মাস ০৭ দিন যাবত সরকারি কর্মে অনুপস্থিত থাকার অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০১৩ তারিখের ০৫.০০. ০০০০.১৮২.২৭.০০৪.১৩-৮৭৪ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৬-০১-২০১৪ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪-০৩-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, শুনানিতে তিনি স্বীয় দোষ স্বীকার করেন এবং গর্ভধারণ, শারীরিক অসুস্থতা এবং পারিবারিক কারণে তিনি এ দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে উল্লেখ করে কৃত অপরাধের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে চাকুরিতে নিয়মিত হওয়ার সুযোগ দান করতে অনুরোধ জানান;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, শুনানিকালে প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তি, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও ঘটনা প্রবাহ বিচার বিশ্লেষণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুযায়ী "ডিজারশন (Desertion)" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং এটি তাঁর কৃত ১ম অপরাধ বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাঁর "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of 01 (one) increment for 01 (one) year)" রাখার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, বেগম রহিমা আক্তার (১৫৩৫৬), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুযায়ী "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাঁর "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of 01 (one) increment for 01 (one) year)" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। গত ০৮ মার্চ ২০১১ তারিখ হতে ১৩ জুলাই ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত তাঁর সরকারি কর্মে অনুপস্থিতকাল "বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি" হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪২০/১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১২-৬০—যেহেতু, জনাব মোঃ বদিউল আলম (১৪০৫) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৬-০৫-২০০৯ তারিখ থেকে ০৬-১১-২০১০ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন "সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)" শীর্ষক প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে দরপত্র আহ্বানের পূর্বে ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী না করে, একটির স্থলে অনেকগুলি প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজ তৈরী করে এবং দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন প্রসেস অবলম্বন না করে ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের ম্যানুয়াল ফটোকপি করা, ৬টি ল্যাপটপ ক্রয় করা, ওয়েব সাইট উন্নয়ন করা, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করা ও ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং সফটওয়ার (টালি) ক্রয় করে যথাক্রমে পি.পি.আর., ২০০৮ এর ১৫(২), ১৫(৭)(ক), ১৭(১), ৬৯(৪) ও ৭১(১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেন। তাছাড়া, তিনি একই দরদাতাদের নিকট হতে একাধিকবার দরপত্র সংগ্রহ করে ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের ম্যানুয়ালের ফটোকপি ও ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করে পি.পি.আর, ২০০৮ এর ৭১(৮) বিধি এবং ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের ম্যানুয়াল ফটোকপি, ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং সফটওয়ার (টালি), এলসিডি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও মোবাইল ফোন ক্রয় করা, আর্সেনিক কিটস ক্রয় করা, ৬টি ল্যাপটপ ক্রয় করা, কালার পোস্টার ও লিফলেট এর পজেটিভ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিল পেমেন্ট অতিরিক্ত সময় (২৮ দিনের বেশী) ব্যয় করে পি.পি.আর, ২০০৮ এর তফসিল-২ এর ৩৯(২২) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেন।

যেহেতু, তিনি প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে সরকারি বিধি-বিধান ও বিশ্বব্যাংকের গাইড লাইন অনুসরণ না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজ করে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে উক্ত প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে সরকারের প্রায় ১,৬৪,৫৭,৭৫৮ (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত আটান্ন) টাকা ব্যয় করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ২১-১১-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম গত ০৮-১২-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদনে জনাব মোঃ বদিউল আলম (১৪০৫), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে আনীত ০৭টি অভিযোগের মধ্যে কোন অভিযোগই সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ বদিউল আলম (১৪০৫), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩০ মাঘ ১৪২০/১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১২-৬১—যেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ (৭৫৩৪) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন "সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)" শীর্ষক প্রকল্পে উপ-প্রকল্প

পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে দরপত্র আহ্বানের পূর্বে ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী না করে, একটির স্থলে অনেকগুলি প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজ তৈরী করে এবং দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন প্রসেস অবলম্বন না করে ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের ম্যানুয়াল ফটোকপি করা, ৬টি ল্যাপটপ ক্রয় করা, ওয়েব সাইট উন্নয়ন করা, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করা ও ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং সফটওয়ার (টালি) ক্রয় করে যথাক্রমে পি.পি.আর., ২০০৮ এর ১৫(২), ১৫(৭)(ক), ১৭(১), ৬৯(৪) ও ৭১(১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেন। তাছাড়া, তিনি একই দরদাতাদের নিকট হতে একাধিকবার দরপত্র সংগ্রহ করে ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের ম্যানুয়ালের ফটোকপি ও ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করে পি.পি.আর, ২০০৮ এর ৭১(৮) বিধি এবং ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের ম্যানুয়াল ফটোকপি, ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং সফটওয়ার (টালি), এলসিডি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও মোবাইল ফোন ক্রয় করা, আর্সেনিক কিটস ক্রয় করা, ৬টি ল্যাপটপ ক্রয় করা, কালার পোস্টার ও লিফলেট এর পজেটিভ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিল পেমেন্ট অতিরিক্ত সময় (২৮ দিনের বেশী) ব্যয় করে পি.পি.আর, ২০০৮ এর তফসিল-২ এর ৩৯(২২) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেন।

যেহেতু, তিনি প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে সরকারি বিধি-বিধান ও বিশ্বব্যাংকের গাইড লাইন অনুসরণ না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজ করে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে উক্ত প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে সরকারের প্রায় ১,৬৪,৫৭,৭৫৮ (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত আটান্ন) টাকা ব্যয় করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ২৬-০৮-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন (৫৩২৮), উপসচিব (প্রশিক্ষণ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন গত ০৭-০৩-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদনে জনাব মোঃ ফারুক আহেমদ (৭৫৩৪), প্রাক্তন উপ-প্রকল্প পরিচালক (কোয়ালিটি), সেকায়েপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-ন্যস্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ (৭৫৩৪), প্রাক্তন উপ-প্রকল্প পরিচালক (কোয়ালিটি), সেকায়েপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৯ ফাল্গুন ১৪২০/০৩ মার্চ ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১২.২০১৩-৮৯—যেহেতু, জনাব প্রবীর কুমার চক্রবর্তী (৫৩১৮), উপ-পরিচালক (উপসচিব), প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, বিগত ২৪-১১-০৯ হতে ২৬-০১-১১ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার ৫১নং শৈলকূপা মৌজার এস এ ১০৩৪ নং খতিয়ানের ১১টির বিভিন্ন দাগের ৬.৩৮ একরের মধ্যে ৪.২৪ একর জমি ভিপি তালিকা হতে ভূমি প্রশাসন বোর্ড কর্তৃক রিলিজের পর উক্ত বিষয়টি যাচাই না করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ৪৫(IX-I)৮৭-৮৮ নং নামপত্তন কেস বাতিলকরতঃ জেলা প্রশাসকের অনুমোদন না নিয়ে ৩১/শৈল/৬৯ নং ভিপি কেস পুনরুজ্জীবিত করে নিজে পত্র স্বাক্ষর করে ইজারা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করার মাধ্যমে বিচারিক জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন; ঝিনাইদহ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ইতঃপূর্বে কর্মরত থাকার সুবাধে শৈলকূপা পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর সাথে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে তাঁর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ২০-০৬-২০১০ তারিখে উল্লিখিত তর্কিত আদেশটি প্রদান করেন এবং উক্ত আদেশের মাধ্যমে অভিযোগকারীর আনুমানিক ১০/১৫ লক্ষ টাকার জমি/সম্পদের ক্ষতিসাধনে সহযোগিতা করে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা করেন; অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), খুলনার নিকট অভিযোগ তদন্তকালে অভিযোগকারী মোঃ আশরাফুজ্জামানের ভাই একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সেনাবাহিনীর একজন মেজর উল্লেখ করে অসত্য লিখিত বক্তব্য প্রদান করাসহ ০৭টি বিভিন্ন অনিয়মের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৩ তারিখে ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.১২.২০১৩-১৪৬ নং স্মারকমূলে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে গত ০৪-০৭-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলা ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য জনাব মোঃ শামসুল আলম (৩৬৫৩), সেটেলমেন্ট অফিসার (যুগ্মসচিব). সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা প্রথমে যথেষ্ট সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করায় তা গ্রহণ না করে বিষয়টি পুনঃতদন্ত করে যথেষ্ট সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বলা হলে তদন্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় স্বাক্ষ্য-প্রমানাদির ভিত্তিতে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মোট ০৭টি অভিযোগের মধ্যে ০১নং অভিযোগ অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করার মাধ্যমে বিচারিক জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ না করা, ০২নং অভিযোগের আংশিক অর্থাৎ সাক্ষীকে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং ০৩নং অভিযোগ অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত বক্তব্যে নিশ্চিত না হয়ে বিভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য প্রদানের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক উল্লিখিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী (৫৩১৮), উপ-পরিচালক (উপসচিব), প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঝিনাইদহ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদন্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৮ ফাল্গুন ১৪২০/১২ মার্চ ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১২-৯৬—যেহেতু, ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্ (৪১৪৬), পরিচালক (উপসচিব), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা গত ১৬-০৬-২০০২ তারিখ থেকে ২০-০৮-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সিনিয়র সহকারী সচিব (মুদ্রণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরাধীন অফিস ও প্রেসের জন্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৮৩টি শূন্য পদের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ৩২৯ জনকে নিয়োগ প্রদান, তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৫০টি শূন্য পদের ছাড়পত্র গ্রহণ করে ছাড়পত্রের অতিরিক্ত ১৭৯ জনকে নিয়োগ প্রদান, বিজ্ঞপ্তি বহির্ভূত জেলায় নিয়োগ প্রদান, জেলা কোটা অনুযায়ী সঠিকভাবে পদ বন্টন না করে নিয়োগ প্রদান, বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্য কোটার অতিরিক্ত নিয়োগ প্রদান এবং নীতিমালা বহির্ভূতভাবে গঠিত নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে অন্যান্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় বিধি বহির্ভূতভাবে ৩২৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করেন;

যেহেতু, উল্লিখিত কর্মচারী নিয়োগ অনিয়মের বিষয়টি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক সম্পাদিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সরকারি ও আধা-সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রয়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত) ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) অনুচ্ছেদ-১ এবং পরিশিষ্ট-ক-১, ক-২ ও ক-৩-তে বিস্তারিত উল্লেখসহ তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকায় নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে উক্ত অনিয়মে অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১২-০৯-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ জাফর ইকবাল, প্রাক্তন উপসচিব (উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বর্তমানে যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাফর ইকবাল গত ১৬-০৭-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদনে ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্ (৪১৪৬), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব (মুদ্রণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্ (৪১৪৬), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব (মুদ্রণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

কল্যাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/২২ মে ২০১৩

নং ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০০৮(অংশ-১)-১১০—সরকার বাংলাদেশ সচিবালয়ের হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ এবং সহকারী হিসাব রক্ষকের পদনাম, পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল-২০০৯ অনুযায়ী) শর্ত সাপেক্ষে নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

বর্তমান পদনাম	পরিবর্তিত পদনাম	বর্তমান বেতনস্কেল	পরিবর্তিত বেতনস্কেল	পরিবর্তিত পদমর্যাদা
হিসাব রক্ষক	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬৪০০—১৪২৫৫	৮০০০—১৬৫৪০	দ্বিতীয় শ্রেণী
কোষাধ্যক্ষ	কোষাধ্যক্ষ	৫৯০০—১৩১২৫	৬৪০০—১৪২৫৫	অপরিবর্তিত (তৃতীয় শ্রেণী)
সহকারী হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	৫৫০০—১২০৯৫	৫৯০০—১৩১২৫	অপরিবর্তিত (তৃতীয় শ্রেণী)

শর্তাবলী ঃ

(ক) বেতনক্রম ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের পর পদসমূহের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে;

(খ) পদগুলোর পরিবর্তনে প্রচলিত বিধি অনুসরণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে;

(গ) পরিবর্তিত পদনামের পরিবর্তিত বেতনস্কেল অর্থ বিভাগ কর্তৃক ভেটিং/যাচাই করতে হবে;

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নীত পদসমূহের নিয়োগবিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মশিউর রহমান তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রশাসন (কর্মচারী ও সংস্থাপন) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ মে ২০১৪

সূত্র ঃ (১) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২৯-০৫-২০১৪ তারিখের স্মারক নং-৮০.১০২.০০.০০.০৬. ২০১৪-১২৪,

(২) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ০৭-০৫-২০১৪ তারিখের স্মারক নং-৮০.১০২.০০.০০.০৬. ২০১৪-৯৭

(৩) শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-৩৬.০৪৭.০১২.০৬.০০. ০০১.২০১২-১৫১, তারিখ ঃ ০৮-০৫-২০১৪ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২১-০৫-২০১৪ তারিখের স্মারক নং-১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২।

নং ৩৬.০৪৭.০১২.০৬.০০.০০১.২০১২-১৮৯—মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-৪২০৫/২০১৪ এর মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদানের স্থগিতাদেশ প্রদান করায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সূত্রে বর্ণিত ১নং স্মারকে নিম্নেবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর-কে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদানের সুপারিশ বাতিল করায় সূত্রে বর্ণিত ৩নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এবং যোগদানপত্র গ্রহণের আদেশসমূহ এতদ্বারা বাতিল করা হলো ঃ

১। বেগম রহিমুন নেছা

২। জনাব মোঃ মহি উদ্দিন

৩। জনাব সমীরণ কুমার সাহা

৪। জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম

৫। জনাব মোঃ শামসুদ্দীন মোল্লা

উল্লিখিত কর্মচারীগণ পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্বে নিয়োজিত স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মনিটরিং উইং-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জুন ২০১৪

নং ২৫.০০.০০০০.০২৩.৩২.০২৫.১৩/১২০—সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত বাড়ি নং ৮/৮ আওরঙ্গজেব রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (জমির পরিমাণ ১২.৫০ কাঠা কম বেশী) সংরক্ষিত তালিকা হতে বিক্রয় তালিকায় আনয়ন করিলেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকবর হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৮ মার্চ ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-৯৭/৭৪-২১৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, পিতা কাজী মোদ্দাচ্ছের হোসেন সুলতান, গ্রাম কড়ইতলা ইসলামপুর, ডাকঘর গোপালদী বাজার, উপজেলা আড়াইহাজার, জেলা নারায়ণগঞ্জ)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ৭নং বিশনন্দী ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ জহিরুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।